সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দিলেন প্রকৌশলী টুটুল

এলাকার কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে আবারও ‘ফ্রি বাজার’ দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আলিমুজ্জামান টুটুল।

শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নে সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দেওয়া হয়।

কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আটা, তেল, আলু, পেঁয়াজ, রসুনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্য ও প্রায় ১৫-২০ পদের সবজি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আলিমুজ্জামান টুটুল বলেন, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে গৃহে আবদ্ধ অসহায় মানুষের মাঝে বিনামূল্যে ভ্রাম্যমাণ মুদি দোকান দিয়ে তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করি।

তিনি জানান, হজ্বের জন্য জমানো টাকা থেকে এ মানবসেবা শুরু করেছি।

এ কাজে তাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে আসছে তারই হাতে গড়া সংগঠন ‘গ্রীন চাইল্ড’র ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষার্থী। সাধারণ মানুষকে বিগত একমাস ধরে নিয়মিত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এ পর্যন্ত সাত হাজারের অধিক মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তিনি।

তিনি আরোও জানান, আজ সকালে সাড়ে ৫’শ মানুষের মাঝে এসব ব্যাগ ভর্তি করে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে।তিনি বলেন, আমি আমার এলাকার মানুষের কষ্ট দেখে তাদের কষ্ট কিছুটা কমানোর জন্যই এই উদ্যোগ নিয়েছি।

ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা আলিমুজ্জামান টুটুলের। পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাধ্যমতো অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কাল থেকে কুষ্টিয়ার সকল দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা

কুষ্টিয়া জেলার সকল উপজেলার শপিংমল, দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, করোনা দুর্যোগকালীন বাজার মনিটরিং কমিটির সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের দেওয়া শর্তসমূহ উপেক্ষা করে মানুষের উপচে পড়া ভিড়, অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় এবং পাশ্ববর্তী জেলার লোকজন বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ জেলায় আসছে ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় শনিবার সকাল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ের সকল হাট-বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, দোকান-পাট, শপিংমলসমুহ বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

তবে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট জরুরী সেবাসমুহ ও ঔষধের দোকান ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কৃষি পণ্য পরিবহনের যানবাহন এর আওতামুক্ত থাকবে।

জেলা প্রশাসক আরও জানান, এ আদেশ অমান্য করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

করোনা দুর্যোগে অসহায়দের

পাশে মিরপুর উপজেলা যুবলীগ নেতা

বিশ্ব কাঁপানো করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক কাজ করে চলেছে উপজেলার করোনা মোকাবেলায় অগ্রভাগের সৈনিক উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, শাকিলুর রহমান বিটু।

বুধবার বিকেলে পথচারী ও ছিন্নমুলদের মাঝে ইফতার ও রান্না করা খাবার বিতরণ করেন তিনি।

এছাড়াও প্রতিদিনই তাকে দেখা যায় উপজেলার কোন না কোন এলাকায়। কখনো কারো হাতে স্যানিটায়জার স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করা,আবার কখনো কাউকে গ্লাভস মাস্ক স্যানিটাইজার দিয়ে সাহায্য করা।

মিরপুর উপজেলার ১৩ ইউনিয়ন ও পৌরসভার মিরপুর উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে সে।

করোনা সংক্রমন বিস্তাররোধে প্রতিটি গ্রামের যুবসমাজকে কাজে লাগিয়ে জীবানু নাশক স্প্রে করাচ্ছে এলাকার মসজিদ,মন্দির,বাজার,চলাচলের রাস্তায় এতে করে উপজেলায় সৃষ্টি হচ্ছে সচেতনতা। এছাড়াও বিটু পল্লী চিকিৎসকদের PPE সহ সুরক্ষা সামগ্রীর যোগান দিয়ে গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে।
এখানেই শেষ নয়।

উপজেলার করোনা সচেতনতার পাশাপাশি করোনার কারনে কাজ করতে না পারা দিনমুজুরি খেটে খাওয়া অসাহায় মানুষের জন্যও নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে চাউল ডাউল ও সবজি সহায়তা দিয়ে মানবিক কাজেও অংশ নিচ্ছে বিটু।

কুষ্টিয়ায় গাঁজা ও ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় ভারতীয় আমদানি নিষিদ্ধ ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ রিমন আলী
(১৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। এসময় চার কেজি গাঁজা ও ৩৩০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

বুধবার দুপুরের দিকে মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা ব্রিজ এলাকা থেকে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে তল্লাশি চালিয়ে এসব মাদকসহ তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত রিমন আলী রাজবাড়ী জেলার ভবানীপুর এলাকার লালন শেখের ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম জানান, পুলিশের নিয়মিত টহল পরিচালনাকালে মালিহাদ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই আবুল কালাম আজাদ ঝুটিয়াডাঙ্গা ব্রিজ এলাকা থেকে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে। এসময় তল্লাশি চালিয়ে চার কেজি গাঁজা ও ৩৩০ বোতল ফেন্সিডিলসহ রিমন নামের মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় বড় বোনকে ধর্ষণ চেষ্টা: ছোট বোনকে অপহরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘরবাড়ি ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। পরে বাড়ির মহিলাকে বেধড়ক পিটিয়ে তার বড় মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা ও ছোট মেয়েকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে। তবে কুমারখালী থানার ওসি মজিবুর রহমানের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করা হয়।

সোমবার (১১মে) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে কুমারখালীর চাপড়া ইউনিয়নের পাহাড়পুরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ মার্চ পাহাড়পুরে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে দু’গ্রুপের সংঘর্ষে মৃত চাঁদ আলীর ছেলে নেহেদ আলী (৬০) ও বকুল আলী (৫৫) নামে আপন দুই সহোদর খুন হন। সেই জোড়া খুনকে কেন্দ্র করে এলাকায় লুটপাট ভাংচুর ও উত্তেজনা চলে আসছিল।

এ ঘটনার জেরে সোমবার রাতে এক পক্ষের তথ্য অন্যপক্ষের নিকট আদান-প্রদান করা সন্দেহে ছাদ ব্যাপারী সমর্থিত ৩০/৪০ জন রবিউলের বাড়িতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে তার স্ত্রী বিউটিকে মারপিট করে ফ্রিজ, টিভিসহ অন্যান্য মালামাল লুটপাট করে।

এ সময় তার বড় মেয়েকে বাঁশবাগানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ছোট মেয়েকে অপহরণ করে ছাদ ব্যাপারীর বাড়িতে লুকিয়ে রাখে।

এ ব্যাপারে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, রবিউলের বাড়িতে ছাদ ব্যাপারীর সমর্থিত ৩০/৪০ জন হামলা চালিয়ে তার স্ত্রীকে পিটিয়ে আহত করে লুটপাট ও ভাংচুর করে। এ সময় রবিউলের বড় মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ছোট মেয়েকে অপহরণ করলে আমরা তাৎক্ষণিক উদ্ধার করি।

তিনি আরও বলেন, ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

পদ্মার দুর্গম চরাঞ্চলে অসহায়দের পাশে কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগ

খাদ্য সংকটে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর ও সদর কুমারখালী উপজেলার সাদীপুর পদ্মা নদীর দুর্গম চরাঞ্চলে অসহায় দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক ও কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী এই দুই এলাকায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায়

পরিবারের জন্য জরুরী খাদ্য সামগ্রী ও অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন তত্বাবধায়নে খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে সাদীপুর ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আসলাম আলীসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ
এবং সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ৯ নং ও্রয়ার্ড (ভবানীপুর) এলাকার ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বাবুল মেম্বার ও সাধারন সম্পাদকের নেতৃত্বে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে ও আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের সঠিক দিক নির্দেশনায় করোনা প্রতিরোধ মোকাবেলার যুদ্ধে আজ জেলা যুবলীগ অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।

করোনার এই কালো অধ্যায় আমরা শীঘ্রই দূর করতে পারবো বলেও আশা ব্যক্ত করে জনগনের প্রতি এই যুবলীগ নেতা আরও বলেন, ‘আপনাদের মনোবল রাখতে হবে, সাহস রাখতে হবে। শেখ হাসিনার সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে। শেখ হাসিনার সৎ ও সাহসী নেতৃত্বে ও আমাদের প্রিয় নেতা জননেতা মাহবুব উল আলম হানিফের সঠিক দিক নির্দেশনায় আমরা ইনশাআল্লাহ ঘুরে দাঁড়াবো। তাই এই করোনা দুর্যোগের ক্রান্তিকালে অসহায়দের পাশে সকলকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়ার আহবান জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষের গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে মানুষ। কর্মহীন হয়ে পড়েছে দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষেরা। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোরা সব থেকে বড় সমস্যায় পড়েছে। তাদের পাশে দাঁড়াতে নিরলসভাবে প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছেন জেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন।
তিনি বিভিন্ন এলাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে যাচ্ছেন করোনা বিষয়ে সচেতন করা সহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ঘরে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি খাদ্যসামগ্রী ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

কুষ্টিয়ায় ঈদের কেনাকাটায় মার্কেটে ভীড়: মানছে না নির্দেশনা

ঈদের কেনাকাটার জন্য ঘর ছেড়ে মার্কেটে বেরিয়ে এসেছে কুষ্টিয়া শহরবাসী। মহামারি করোনাভাইরাসের ভয় উপেক্ষা করে নানা বয়সী মানুষের ভীঢ় পরিলক্ষিত হয়েছে শহরের বিভিন্ন শপিং কমপ্লেক্স ও বিপনী বিতানগুলোতে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময় সকাল ১০টার আগেই মার্কেটের সড়কগুলোতে যেন মানুষের ঢল নামে। সরকারিভাবে কেনাকাটা সীমিত পরিসরে করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও কোনও মার্কেটেই ক্রেতা বা বিক্রেতারা তা মানছেন না।

সোমবার (১১মে) সকালে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন সড়কে এবং মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে।

কিছু দোকান বিপণিবিতান শপিং মলের সামনে সাবান পানি হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করছে খুব কম।

কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র এনএস রোডে যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। মানুষ পায়ে হেঁটে কেনাকাটা করছে। এতে করে আবার ভোগান্তীতে পড়েছে মানুষ।

মজমপুর থেকে বড়বাজার পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কে কোন রিকশা ও ইজিবাইক চলতে দিচ্ছে না প্রশাসন। ফলে মানুষ বাধ্য পায়ে হেটে চলাচল করতে হচ্ছে।

বাবলু রহমান নামের এক ব্যবসায়ী শহরের পৌর বাজারে এসেছেন। এক বস্তা চালসহ নিত্যপয়োজনীয় বাজার নিয়ে পড়েছেন বিপাকে। কোন রিকশা না থাকায় সেসব নিয়ে বাসায় যাবে কিভাবে এ নিয়ে ক্ষোব প্রকাশও করেন তিনি।

গতকাল রোববার (১০মে) থেকে কুষ্টিয়া শহরে শুধু জুয়েলারি দোকান ছাড়া সকল দোকানপাট খুলেছে। সকাল ১০টা থেকে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত। সকাল থেকে শুধু তৈরি পোশাক কিংবা জুতা-স্যান্ডেলের দোকানই নয় রড-সিমেন্টসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সব দোকানই খোলা দেখা রয়েছে।

বেচা-কেনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা শারীরিক দূরত্বও কেউ রাখেননি। মানেনি হাতে হ্যান্ড গ্লোভস ও মুখে মাস্ক পরার নির্দেশনা।

পছন্দের পোশাক, জুতা-স্যান্ডেল ও কসমেটিকসসহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য ক্রেতাদেরকে একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি এমনকি ঠেলাঠেলিও করতে দেখা গেছে। অনেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে এনেছিল।

দোকানদারদের হাঁক-ডাকও করতে দেখা গেছে। মার্কেট করতে আসা মানুষের মধ্যে করোনার ভয় একেবারের লক্ষ্য করা যায়নি। তবে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভীড় বেশি দেখা গেছে।

শিশু সন্তান সাথে নিয়ে মার্কেট করতে আসা রাশিদা বানু জানান, আমি বাচ্চা নিয়ে শপিং করবো বলেই এসেছি। বড়দের জন্যও ঈদের জন্য শপিং করছি। মাস্ক পরে থাকলেও তবে আপনি কেন হ্যান্ড গ্লোভস পরেননি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন বিষয়টি আমি জানতাম না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ সদস্য জানান, আমরা ভিড় ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছি। প্রধান সড়ক এনএস রোড যানজট মুক্ত রাখতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিছু সড়কের মোড়ে যানবাহন ছাড়া শুধু মানুষ ঢুকতে পারছে।

দোকান মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম কাদেরী শাকিল বলেন, শহরের প্রধান সড়ক এনএস রোডে কোনরকমেই রিকশা ও অটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এতে করে অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশকদের গাড়ী ভেতরে ঢুকতে না পারায় দোকানে মালামাল সরবরাহ পারছে না।

তিনি আরও জানান, ওষধ বাদে সবকিছুর দোকান সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলার রাখার জন্য আমরা নিয়মিত তদারকি করছি। এছাড়াও শিশুদের সাথে করে মার্কেটে না আসার অনুরোধ করছি এবং সরকারী নির্দেশনা মানার জন্য আমরা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, করোনার সংক্রমণ রোধে গেল ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলার সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট ও বিপণিবিতানগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চম দফা সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে তা করা হয় ১৪ মে পর্যন্ত। এরমধ্যে সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া হলো ঈদ মার্কেট।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২০ জন।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যার অভিযোগে যুবক আটক

কুষ্টিয়ার খোকসায় গোপগ্রামে স্ত্রী মীম খাতুনকে (২৩) শ্বাসরোধ করে হত্যা পর আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টার অভিযোগে স্বামী সুমন হোসেনকে (৩০) আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার দুপুরে সুমন হোসেনকে আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেন বলে জানিয়েছেন খোকসা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জহুরুল আলম।
আটককৃত সুমন হোসেন খোকসার গোপগ্রামের আলতাফ হেসেনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পাঁচ বছর আগে পরিবারের অমতে সম্পর্ক করে মিম খাতুনকে বিয়ে করে সুমন। এই দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত।

শনিবার (৯ মে) রাতে সুমনের মায়ের সাথে পুত্রবধূ মীমের কথা কাটাকাটি ও ঝগড়ার জের ধরে সুমন মীমকে বেদম মারধর করে। স্থানীয়দের কাছে এমন অভিযোগ পেয়েই স্ত্রী হত্যায় জড়িত সন্দেহে সুমনকে আটক করে পুলিশ।

নিহত মীমের বাবা নজরুল খান বলেন, ‘যৌতুক দাবিতে জামাই সুমন হোসেন ও তার মা প্রায়ই আমার মেয়েকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শারীরিক নির্যাতন চালাত। ওরাই পরিকল্পিতভাবে মীমকে হত্যা করেছে; আমি এর দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।’

খোকসা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জহুরুল আলম জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সুমনের বাড়ি থেকে স্ত্রী মীমের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

এঘটনায় নিহত মীমের ভাই শাকিল খান ওরফে পলাশ বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় রোববার সুমনকে আটকের পর গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন বলে জানান ওসি জহুরুল আলম।

কুষ্টিয়ার অভুক্ত কুকুরদের খাবার দিলেন কামরুজ্জামান নাসির

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে লকডাউনের কারণে খাদ্য সঙ্কটে পড়া কুষ্টিয়া শহরের পথের কুকুরদের খাবার দিলেন কুষ্টিয়ার কেএনবি এ্যাগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসির ও তার সহধর্মীনি রোটা: চামেলী জামান।

রবিবার রাতে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোড, মজমপুর, চৌড়হাস, হাউজিং, নিশান মোড়, বটতৈলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ঘুরে ঘুরে কুকুরদের খাবার দেন তিনি।

কামরুজ্জামান নাসির জানান, প্রাণী জগতে কুকুর প্রভুভক্ত ও মানুষের উপকারী। এদের একটি অংশ গৃহপালিত। তবে তাদের একটি বড় আংশ পথেই থাকে। তাদের খাবারের জোগান হয় ডাস্টবিন ও নালা-নর্দ্দমায় ফেলে দেওয়া গৃহস্থালি ও হোটেল-রেঁস্তোরার খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশে।

“তবে করোনাভাইরাস কবলিত শহরে লকডাউন চলাকালীন সময়ে হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ থাকায় এবং গৃহবন্দি মানুষের জীবনযাপনে সীমিত রান্নাবান্নার কারণে ডাস্টবিন ও নালা-নর্দমায় খাবারের উচ্ছিষ্ট নেই বললেই চলে।”

তিনি বলেন, “একারণে পথের কুকুরগুলো অভুক্ত। মধ্যরাতে ক্ষুধাকাতর কুকুরের আকুল বিলাপে আমার মন কাঁদে এবং অনেকেরই খারাপ লাগে। এই পৃথিবী শুধু মানুষের নয়, খোদাসৃষ্ট সকল প্রাণীর। মূল সড়ক ও অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে কুকুরদের রান্না করা খাবার দেন তারা।

রোটা: চামেলী জামান জানান, “মানুষের একতরফা কর্তৃত্বে মানুষই শ্রেষ্ঠ! তাই অন্যপ্রাণীকুল আজ বিপন্ন, নিপীড়িত এমনকি বিলুপ্তপ্রায়। অথচ প্রাণীর সম্মিলিত সহযোগে প্রকৃতির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত। তাই শুধু মানুষই নয়, সকল প্রাণীও প্রকৃতির সঙ্গী। এই শিক্ষা করোনা দূর্যোগকালীন দুঃসময়ে গ্রহণ করা আমাদের সবার উচিত।” আমরা এটি উপলব্ধি করতে পেরে আমরা কয়েকদিন ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় খাবার দিয়েছি। তাই অভুক্ত প্রাণীদের একটু খাবার দিতে শহরবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তারা।

কুষ্টিয়ায় স্বামী-স্ত্রী’র করোনা পজেটিভ

কুষ্টিয়ায় স্বামী স্ত্রী দুজনের করোনা পজেটিভ পাওয়া গেছে। গতকাল রবিবার রাতে এ তথ্য জানিয়েছেন কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এ এইচ আনোয়ারুল ইসলাম।

তিনি জানান, গতকাল সারা দিনে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে ৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়ার ৪১টি ও মেহেরপুরের ৮টি। মেহেরপুরের সব কয়টি ‘নেগেটিভ’ এসেছে। কুষ্টিয়ার দুজনের ‘পজেটিভ’ পাওয়া গেছে। ওই দুজন স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, আক্রান্ত পুরুষ ব্যক্তি ঢাকায় ল্যাবরেটরিতে টেকনিশিয়ানের চাকরি করেন। গত শনিবার তিনি স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে সিএনজি করে পাটুরিয়া পৌঁছে ফেরি পার হয়ে দৌলতদিয়া থেকে আরেকটি সিএনজিতে করে তিনি দৌলতপুরের গ্রামের বাড়িতে যান।

গতকাল রোববার সকালে দুজনই করোনা পরীক্ষা করাতে দেন। রাতে জানা

যায় তারা দুজনই করোনা ‘পজেটিভ’। তাঁদের বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান সিভিল সার্জন।

দৌলতপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) আজগর আলী জানান, ওই দুজনের করোনা পজেটিভ হওয়ার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের বাড়ি লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে।